তারিখ ... 11 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাওলানা ইসহাক ওবায়দী

# কওমি মাদ্রাসায় বিবিএ এমবিএ কোর্স

এ দেশে তিন তিনটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন উদ্ভব এই বাংলাদেশে ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। শুনতে যত উদ্ভটই হোক না কেন, সব গাঁজাখোরী কাজ এই বাংলাদেশেই দেখা যাবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, এ তিন-তিনটি শিক্ষাব্যবস্থাতেই জাতির শরীর ও মনস্তাত্ত্বিক পুনর্গঠনের জন্য পরিপূর্ণ কোন কারিকুলাম নেই। এত বুদ্ধিজীবীর(?) হাঁক-ডাক থাকা সত্ত্বেও সরকারিভাবে স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিগুলোতে প্রচলিত জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম সেই ইংরেজদের তৈরি মাছিমারা কেরানি ব্যতীত আর কিছুই বানাতে সক্ষম নয়। অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় একতরফা ধর্মীয় জ্ঞানদান ব্যতীত বৈষয়িক কোন জ্ঞানই তাতে শিক্ষা দেয়া হয় না। ফলে আলেমদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক জগতে বাস করতে দেখা যায়। আবার আলিয়া নেসাব নামে আধা-সরকারি যেসব মাদ্রাসা রয়েছে তাদের সিলেবাস বা কারিকুলাম যা আছে তাতে না আলেম হওয়া যায়, আর না মিস্টার হওয়ার অবকাশ আছে।

বাংলাদেশের এই করুণ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট লেখালেখি ও চিন্তা-গবেষণা এ পর্যন্ত হরহামেশাই চলে আসছে। দৈনিক যুগান্তরে তিন কিস্তিতে আমার একটি লেখাও গত বছর ছাপা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কে কার কথা শোনে? সরকারনিয়ন্ত্রিত দুটি ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের এত এত পণ্ডিত (?) ব্যক্তি থাকতে ক্ষুদে লেখক-গবেষকদের এসব কথায় কান দিতে তাদের সময় কোথায়? বাকি থাকল কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, এরা আবার সবাই একেকটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারও কথা কেউ শোনার প্রয়োজনই অনুভব করেন না। বেশি বললে এতটুকু বলেছেন, আমরা দেওবন্দের অনুসারী, আমরা আমাদের আকাবের তথা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছি।

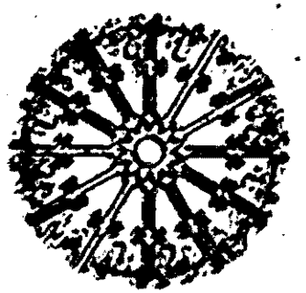

এ থেকে একচুলও কম বেশি করা যাবে না ইত্যাদি। অথচ স্বয়ং দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মাওলানা কাশেম নানুতবী (রহ.) নিজেও এই কারিকুলাম ৫০ বছরের উর্ধ্বের জন্য কামনা করেননি এবং তাতে আধুনিক কিছু বিষয়ের সমাহার তিনি খাটাতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার জীবনীকার হজরত মাওলানা মানাজের আহসান গিলানী তার জীবনীগ্রন্থ 'সাওয়ানে হে কাশেমীতে তা উল্লেখ করেছেন। তবে সুখের বিষয় হচ্ছে, গোটা উপমহাদেশে (বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে) একই কারিকুলাম চালু থাকা সত্ত্বেও দেওবন্দেরই সন্তান পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি হজরত মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব করাচিতে তার প্রতিষ্ঠিত জামেয়া আর রশিদ মাদ্রাসায় বিবিএ ও এমবিএ কোর্স চালু করেছেন। এর আগে ওই মাদ্রাসায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও কম্পিউটার গ্রাজুয়েশন কোর্সও চালু করা হয়। তাছাড়া পাকিস্তানের মুফতিদের জন্য উচ্চপর্যায়ের বিচার ও প্রশাসন বিষয়েও একটি কোর্স দীর্ঘ পর্যায়ে আইনবিদদের সমন্বয়ে চালু করা হয়। যাতে সাবেক প্রধান বিচারপতিসহ বিভিন্ন বিচারপতি ও আইনবিদরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেকচার দেন। উল্লেখ্য, অত্র জামেয়া আর রশিদ ইতিমধ্যেই সাংবাদিকতা, আইন, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে অনার্স কোর্সও চালু করেছে।

আমার বলার বিষয় হল, দেওবন্দের সন্তান হয়ে দেওবন্দের কারিকুলামের সঙ্গে পাকিস্তানের কওমি মাদ্রাসায় যদি এসব বিষয়ে পাঠদান আরম্ভ করতে পারেন, তাহলে আমরা তা বাংলাদেশে করতে গেলে কেন বলা হবে যে আমরা আকাবেরের অনুসারী, আমরা যেভাবে আছি সেভাবেই থাকব। মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব কি আকাবের নন? কবে আমাদের বোধোদয় হবে আল্লাহই ভালো জানেন।